(একটি আদর্শ নিয়োগ পত্রের নমুনা)
প্রতিষ্ঠান এর প্যাড এ

নিয়োগপত্র
[ধারা ৫, বিধি ১৯ দ্রষ্টব্য]

বিষয় : _______________ পদে নিয়োগ প্রসঙ্গে।

(ক) প্রার্থীর নাম : ________________________________________________

(খ) পিতার নাম : ________________________________________________

(গ) মাতার নাম : ________________________________________________

(ঘ) স্বামী/স্ত্রীর নাম : ________________________________________________

(ঙ) জাতীয় পরিচয় পত্র নং : ________________________________________________

(চ) ঠিকানা : বর্তমান— ________________________________________

________________________________________________

স্থায়ী— ________________________________________

________________________________________________

(ছ) পদবী : ____________________________________________

জনাব,
আপনার আবেদন / পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ আপনাকে নিম্নে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে নিয়োগ প্রদানে সম্মত হয়েছেন। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুসারে শর্তাবলী নিম্নে দেওয়া হলো।

শর্তাবলী :

১। (ক) বেতন : আপনার মাসিক বেতন হবে, মোট টাকা (৳) __________ ।

আপনার মাসিক মজুরি কাঠামো নিম্নরূপ :

| মূল মজুরী | বাড়ী ভাড়া | যাতায়াত ভাতা | চিকিৎসা ভাতা | খাদ্য ভাতা (যদি প্রদেয় হয়) | মোট বেতন [টাকা (৳)] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

(খ) অতিরিক্ত সময়ে কাজের মজুরীর হার ধারা ১০৮ এবং বিধি ১০২ অনুযায়ী মূল বেতনের দ্বিগুন হবে।

টীকা : ওভার টাইম ভাতার হার = মাসিক মূল মজুরি ও মহার্ঘ ভাতা এবং এডহক বা অর্ন্তবর্তী মজুরি (যদি থাকে) X ২ X অতিরিক্ত কাজের সময় / ২০৮

২। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৪ অনুযায়ী চাকরিতে যোগদানের তারিখ হতে প্রথম তিন মাস শিক্ষানবিসীকাল / পর্যবেক্ষণকাল হিসেবে গণ্য হবে। উক্ত সময়ে আপনার কাজে সন্তুষ্ট না হলে কর্তৃপক্ষ চাকরি হতে অপসারণ করতে পারবেন অথবা শিক্ষানবিসীকাল আরও তিন মাস বৃদ্ধি করতে পারবেন। প্রথম তিন মাসের মধ্যে আপনাকে নোটিশ প্রদান করা না হলে হলে আপনার চাকুরী স্থায়ী করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। শিক্ষানবিসীকালে স্বেচ্ছায় চাকরি হতে অব্যাহতি অথবা মালিক কর্তৃক চাকুরী অবসানের জন্য নোটিশ পে প্রযোজ্য হবে না।

*[অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য*

৩। সন্তোষজনক শিক্ষানিবসীকাল শেষে চাকুরী স্থায়ী হওয়ার পর স্বেচ্ছায় চাকুরী থেকে ইস্তফা দিতে চাইলে শ্রম আইনের ধারা ২৭ এর বিধান মোতাবেক ৬০ (ষাট) দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করে অথবা নোটিশের পরিবর্তে ৬০ (ষাট) দিনের মূল মজুরী সমপরিমাণ অর্থ কর্তৃপক্ষকে প্রদান সাপেক্ষে চাকুরী হতে ইস্তফা দিতে পারিবেন।

৪। সন্তোষজনক শিক্ষানিবশকাল শেষে চাকুরী স্থায়ী হওয়ার পর মালিক আপনার চাকরির অবসান / টার্মিনেশন করতে চাইলে শ্রম আইনের ধারা ২৬ অনুসারে ১২০ (একশত বিশ) দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন অথবা নোটিশের পরিবর্তে ১২০ (একশত বিশ) দিনের মূল মজুরী সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে কর্তৃপক্ষ আপনার চাকরির অবসান ঘটাতে পারবেন।

৫। চাকুরী স্থায়ী হওয়ার পর আপনার চাকুরী অবসান হলে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী প্রাপ্য সকল পাওনা পরিশোধ করা হবে।

৬। অসদাচারণের জন্য কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৪ এর পদ্ধতি অনুসরণ করে ধারা ২৩ এ বর্ণিত যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে।

৭। আপনার কর্মসময় সপ্তাহে ছয় দিন এবং দৈনিক আট ঘন্টা অনুযায়ী সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘন্টা। কাজ থাকা সাপেক্ষে স্বেচ্ছায় দৈনিক দুই ঘন্টা অতিরিক্ত কাজ (ওভার টাইম) কাজ করতে পারবেন এবং এজন্য দ্বিগুন হারে ভাতা প্রদান করা হবে।

৮। ছুটি : **সাপ্তাহিক ছুটি :** এক দিন।; **নৈমিত্তিক ছুটি :** বছরে দশ দিন (পূর্ণ বেতনে); **পীড়া ছুটি:** বছরে চৌদ্দ দিন (পূর্ণ বেতনে); **মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটি:** প্রতি আঠারো কর্মদিবসে একদিন। [এক বছর চাকরিকাল অতিক্রম করার পর এ ছুটি ভোগ করা যাবে]; **উৎসব ছুটি:** বৎসরে ন্যূনতম এগার দিন (পূর্ণ বেতনে); **প্রসূতি নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভাতা :** সন্তান প্রসবের ০৮ সপ্তাহ পূর্বে ও সন্তান প্রসবের ০৮ সপ্তাহ পর , মোট ১৬ সপ্তাহ (১১২দিন) ছুটি (ভাতা সহ)। [দুই বা ততোধিক সন্তান জীবিত থাকলে এই সুবিধা পাইবেন না, তবে ছুটি পাইবেন যদি অধিকারী হউন।]।

৯। মূল বেতনের ৫% হারে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি হবে। সন্তোষজনক কাজের জন্য কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত হারের অধিক বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি করতে পারেন।

১০। উৎসব ভাতা : বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ১১১(৫) অনুযায়ী উৎসব ভাতা / উৎসব বোনাস পাইবেন।

১১। বেতন ও ভাতা পরিশোধ : প্রতি মাসের সাত কর্মদিবসের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের বেতন ও প্রাপ্য ভাতাদি পরিশোধ করা হবে।

১২। অভিযোগ পদ্ধতি : প্রতিষ্ঠানে চাকুরী সংক্রান্ত কোন অসন্তোষ বা অভিযোগ থাকলে তৎক্ষনাৎ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত অভিযোগ বাক্সেও লিখিত অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। শ্রম আইনের ধারা ৩৩ মোতাবেক অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৩। অত্র প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালনকালে বা চাকুরী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কৌশলের গোপনীয়তা সংরক্ষণ করিবেন এবং তথ্যের অপব্যবহার এবং অপপ্রচার করতে পারবেন না।

১৪। আইনত নিষিদ্ধ দ্রব্য (যেমন : নেশাজাতীয় দ্রব্য, বিস্ফোরক দ্রব্য এবং বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি) নিয়ে প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ, বিতরণ এবং গ্রহণ করতে পারবেন না। এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত।

১৫। আপনার প্রদত্ত ব্যক্তিগত তথ্যাবলীর কোন প্রকার পরিবর্তন, সংশোধন কিংবা পরিমার্জন হলে বা করলে অবশ্যই কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

১৬। চাকুরীর অন্যান্য যাবতীয় শর্তাবলী বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

উপরে উল্লিখিত শর্তসমূহ মেনে চলার বিষয়ে সম্মত হলে আগামী _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ তারিখের মধ্যে যোগদানপত্র সহকারে আপনি চাকুরীতে যোগদান করবেন। কর্তৃপক্ষ আপনাকে এই প্রতিষ্ঠানের _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ পদে যোগদান করার জন্য স্বাগত জানাচ্ছে এবং প্রত্যাশা করছে যে আপনি নিষ্ঠা এবং উদ্দীপনার সাথে কাজ করে প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে অবদান রাখবেন।

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

তারিখ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ মালিক / মালিকের পক্ষে অনুমোদিত ব্যক্তির সিল ও স্বাক্ষর

***বিশেষ দ্রষ্টব্য :***

*(১) নিয়োগপত্রের একটি কপি প্রার্থীর ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে ;*

*(২) নিয়োগপত্রের শর্তাবলী ১(ক) অংশে সেক্টর ভিত্তিক ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি কাঠামো অনুযায়ী মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। যে সকল সেক্টরের মজুরি কাঠামোর গেজেট নেই সে সকল সেক্টরের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাড়ী ভাড়ার শতকরা হার মূল মজুরির ৪০ শতাংশ হতে ৬০ শতাংশের মধ্যে নির্ধারিত হবে। অন্যান্য ভাতা, যথা—যাতায়াত ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, খাদ্য ভাতা সকল গ্রেডের প্রকারের শ্রমিকের জন্য সম পরিমাণের হবে;*

*(৩) নিয়োগপত্রে এমন কোন শর্তারোপ করা যাবে না যা শ্রম আইন এবং তদ্বীয় বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। মহাপরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি থাকলে তা অনুসরণ করা যাবে। অনুমোদিত চাকুরি বিধি না থাকলে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুসরণ করতে হবে।*